কোন তালিকাতেই আমার নাম নেই। অপরাধ করে থাকলে এরূপ হওয়া মোটেও স্বাভাবিক ছিল না।

তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে আমি ছাত্র ছিলাম। ছাত্র হিসেবে, ছাত্র সংগঠন হিসেবে আলাদা সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব ছিল না। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিতে না পারলেও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি। স্বাধীনতা সুরক্ষা, দেশ-জাতি জনগণের উন্নতি অগ্রগতির জন্য প্রতিটি ক্ষণ-মুহূর্ত ব্যয় করে আসছি। এর কোন ব্যত্যয় হয়নি। এটা আল্লাহর অপার মহিমা। দেশ, জাতি, জনগণও আমাকে যথেষ্ট সম্মানিত করেছে। আমার বাড়িতে, গাড়িতে জাতীয় পতাকা দিয়েছে। তাই জনগণকে সশ্রদ্ধ সালাম। বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাই-বোনদের জানাই আন্তরিক সালাম,

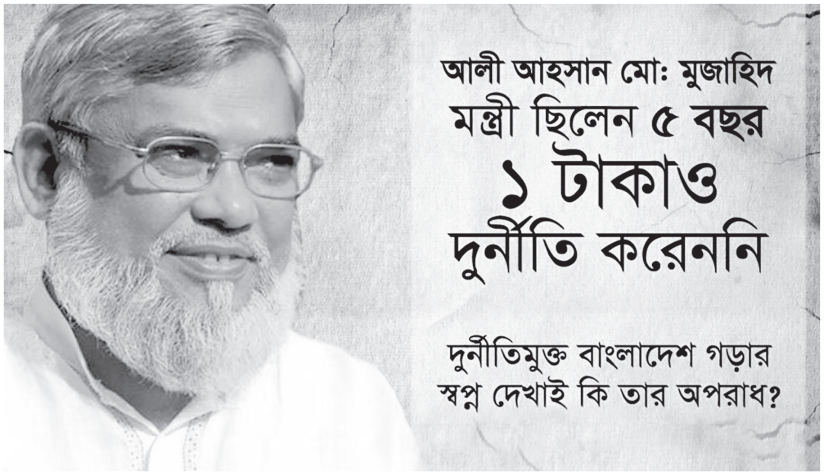

অভিনন্দন।

মুজাহিদ স্পষ্ট করে বলেন, মূলত ৩টি কারণে আমাকে আজ অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। ***প্রথমত যুদ্ধাপরাধ ইস্যুর জন্মদাতা আওয়ামী লীগ নয়। যারা এর নেপথ্যে মূল শক্তি, তারা ইসলামী রাজনীতি তো বটেই, সংবিধানে বিসমিল্লাহ শব্দটি পর্যন্ত বরদাশত করতে নারাজ। আর আমি ইসলামী রাজনীতি করি। কাজেই আমাকে এই বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। দিন দিন এর শক্তি বাড়ছে, জনপ্রিয়তা বাড়ছে। আমি তার একজন নেতা, এখন আমি সেক্রেটারি জেনারেল। তৃতীয়ত, আওয়ামী লীগ প্রচণ্ডভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছে বিএনপির সাথে জোট করার জন্য।***

রাজনৈতিক মেরুকরণে আওয়ামী লীগ বিরোধী শিবিরে থাকার কারণে আমাকে আজ কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে।

মুজাহিদ আরো বলেন, তদানীন্তন জামায়াত নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান আন্দোলন করেছেন। মরহুম শেখ সাহেব নিজেও এই পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তারা সকলেই পাকিস্তান এক রেখেই সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য শেখ সাহেব আলোচনা চালিয়েছিলেন। অধ্যাপক গোলাম আযম নির্বাচনে বিজয়ী শেখ সাহেবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের অব্যাহত দাবি জানিয়ে আসছিলেন। এর পর পাকিস্তান থেকেই পূর্ব পাকিস্তান। সেই পূর্ব পাকিস্তান থেকেই আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। সেটাই মানচিত্র। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে ঈমান ও আদর্শের ভিত্তিতে। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জী ভাল বাঙালি হলেও বাংলাদেশী নন।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের নেতা ও আর্কিটেক্ট শেখ মুজিব দেশে ফিরেন। প্রকৃতপক্ষে এ দিনই স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা যাত্রা। কারণ, তার ব্যক্তিত্বই বাংলাদেশকে ভারতীয় বাহিনী মুক্ত করেছিল। ঐ পাহ-াড়সম ব্যক্তিত্ব না হলে যা সম্ভব ছিল না। কারণ, আমরা পিণ্ডির হাত থেকে মুক্ত হয়ে দিল্লীর হাতে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, বাংলাদেশের এক দশমাংশ পার্বত্য অঞ্চল বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করার চেষ্টা চলছে। বড় বড় শক্তি এর পেছনে আছে। এর মোকাবিলা করা একমাত্র জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমেই সম্ভব। জাতিকে বিভক্ত করে নয়। এ মুহূর্তে আবেগ ও বিদ্বেষ তাড়িত না হয়ে এগুতে হবে প্রিয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সুরক্ষা করতে।

তিনি বলেন, ***১৯৭১ সালে আমি ছাত্র ছিলাম। জাতীয় কোন সিদ্ধান্তে ছিলাম না। তখন আমাকে ফ্যাক্টর মনে করা হয়নি। যুদ্ধাপরাধ বা মানবতাবিরোধী অপরাধে ছাত্র আসামি হয়েছে পৃথিবীতে এর একটি দৃষ্টান্তও নেই। এটা স্পষ্ট যে, আমার আজকের অবস্থানই আমাকে আসামি বানিয়েছে।*** তিনি বলেন, আপনারা ভাল করেই জানেন যে, আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক। অন্যদিকে ১৯৭৩ সালের এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল পাকিস্তানী ১৯৫ জন সামরিক কর্মকর্তার বিচারের জন্য। ফলে আমি দারুণভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃত ও আরোপিত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। অর্থাৎ এ বিচারে আমার জন্মগত অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ অপরাধীকে দেয়া অধিকার ও সুযোগটুকুও আমাকে দেয়া হয়নি। তাই বিচারের কাঠগড়ায় আমি অসহায় ও মজলুম।